দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিকল্পনা প্রসঙ্গ

সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠান আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদবৃন্দ "উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০ বৎসরের কর্মপরিকল্পনার" উপরে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বক্তব্য রাখিয়াছেন। এইসব বক্তব্যে একটা বিষয় স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, বর্তমানে দেশে যেসব পাবলিক ইউনিভার্সিটি রহিয়াছে, অন্য বহু প্রতিষ্ঠানের মত সেগুলিরও এখন পুরাপুরি রাজনীতিকরণ হইয়া গিয়াছে। উক্ত মুক্ত আলোচনায় বলা হয়, ইউনিভার্সিটিসমূহের ডিন নির্বাচন এখন হুবহু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উভয় নির্বাচনে প্রার্থীরা বাড়ী বাড়ী গিয়া ভোট ভিক্ষা করেন এবং উভয়ক্ষেত্রে নানা আয়োজনে দেদারসে অর্থকড়ি খরচ করা হয়। ইউনিভার্সিটির ভিসির পদটিও এখন হইয়া পড়িয়াছে আয়-উপার্জনের জন্য এক লোভনীয় পদ। মুক্ত আলোচনায় বক্তারা আরও বলেন, ভিসি নিয়োগের বর্তমান প্রক্রিয়া পুরাপুরিভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তাহা একান্তভাবেই রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট। বক্তারা ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনীতির এই ধারা-প্রক্রিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য পন্থা নির্ধারণের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একই সঙ্গে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার আহবান জানান। অনেক বক্তা একই সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিহারের আহবান জানাইয়া বলেন, উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিবার স্বার্থেই আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে।

যে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার পাদপীঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। এই বিশ্ববিদ্যালয় একদা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসাবে সর্বত্র সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার্থীরা সারাদেশে এমনকি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে গৌরবময় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যেমন, তেমনি আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার অঙ্গন ও প্রাঙ্গণেও রাখিয়াছেন মূল্যবান অবদান। সেই বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী পর্যায়ে এমন দশায় উপনীত হয় যে, উহার সার্টিফিকেট বিদেশের কেহ আর গণ্য করিতে চাহিত না। উক্ত আলোচনাচক্রে বক্তাবৃন্দ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহার যে কারণ নির্ণয় করিয়াছেন, বিশেষতঃ ভিসি, ডিন ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে রাজনীতির কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাংশে না হইলেও বহুলাংশেই যথার্থ। কিন্তু তবুও কেন যেন আমাদের মনে হয়, উহাই সবটা নয়, আরও অন্যকিছু রহিয়াছে- যাহা রাজনীতির চাইতে কম ভয়াবহ নয়। একজন শিক্ষক প্রথমতঃ ও শেষতঃ একজন শিক্ষক। তিনি যদি একাডেমিক ক্ষেত্রে তাহার মেধা-প্রতিভা যথাযথভাবে ব্যবহার করেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা, সততা ও ঐকান্তিকতাকে সমধিক গুরুত্ব দেন, গুরুত্ব দিতে পারেন, তাহা হইলে রাজনীতি সেক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা হইয়া দেখা দিতে পারে না। কে না জানেন যে, চল্লিশ দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জনেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নবতর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সেসব ছিল সাময়িক। বিশ্ববিদ্যালয় যে উচ্চ শিক্ষার পবিত্র পাদপীঠ, এই সত্য সর্বক্ষণের, সর্বসময়ের। ইহা যেন আমরা কখনও ভুলিয়া না যাই।

মুক্ত আলোচনায় বলা হয়, ইউনিভার্সিটিসমূহের ডিন নির্বাচন এখন হুবহু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উভয় নির্বাচনে প্রার্থীরা বাড়ী বাড়ী গিয়া ভোট ভিক্ষা করেন এবং উভয়ক্ষেত্রে নানা আয়োজনে দেদারসে অর্থকড়ি খরচ করা হয়। ইউনিভার্সিটির ভিসির পদটিও এখন হইয়া পড়িয়াছে আয়-উপার্জনের জন্য এক লোভনীয় পদ। মুক্ত আলোচনায় বক্তারা আরও বলেন, ভিসি নিয়োগের বর্তমান প্রক্রিয়া পুরাপুরিভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তাহা একান্তভাবেই রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট।

দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক, ভবিষ্যতে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে আরও বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা আমরা অন্যদিন বলিব। অদ্য সরকারী পর্যায়ে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিসি, ডিন ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে রাজনীতিকীকরণের অভিযোগ উঠিয়াছে, উহার গভীরে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাই। একজন বক্তা যথার্থই বলিয়াছেন যে, একাডেমিক ফ্রিডম বা শিক্ষা-পরিবেশের স্বাধীনতা হইতেছে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চালিকাশক্তি। অথচ শিক্ষার এই স্বাধীনতাকে ব্যক্তি-স্বেচ্ছাচারে পরিণত করা হইয়াছে। শিক্ষার স্বাধীনতা আর ব্যক্তির স্বাধীনতা জাতীয় জীবনে দুইটার কোনটাই হয়তো বাদ দেওয়ার উপায় নাই। এই দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনকরতঃ একাডেমিক ক্ষেত্রে বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে তাহা ফলপ্রসূ করিয়া তোলা সম্ভব হইতে পারে, আমাদের মতে, সেইদিকেই আজ দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু রহিয়াছে। সেগুলি কীভাবে চলে, তাহাদের ভিসিরা কিভাবে নির্বাচিত হন, ডীন ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত কোন যোগ্যতায় নিয়োগপত্র দেওয়া হয়, সে বিষয়ে যদি একটু অনুসন্ধান করা হয় এবং সে মোতাবেক যদি ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলেই স্পষ্ট হইয়া যাইবে, কেন আমরা এইসব ক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। কেন দেশের মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চালু রহিয়াছে, সেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা শেষে যথার্থ শিক্ষিত মানুষ হইয়া বাহির হয় না। এ ব্যাপারে আমাদের সোসিও পলিটিক্যাল কালচারকে যেমন সর্বাগ্রে পরিশীলিত করিতে হইবে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চ শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনকে রাজনীতির নামে অপরাজনীতির দূষণ হইতে সর্বপ্রযত্নে মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহা এমন একটি সামগ্রিক বিষয় যাহা শুধু ভিসি বা ডীন কিংবা কতিপয় শিক্ষক নিয়োগের মত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। আমরা আশা করিব অতীতের ভুলভ্রান্তি হইতে শিক্ষা গ্রহণকরতঃ ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করা হইবে। ইহাই সময়ের দাবী।